দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 17 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3

056

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ও জীবনের উদ্দেশ্য

যে কোন কাজ শুরু করার পূর্বে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নতুবা কাজ করার উৎসাহ ও কাজের ব্যাঘাত ঘটে। পরিণতিতে কাজের ফলাফল খুব একটা ভালো হয় না। আমাদের জীবন অনেকটা যুদ্ধের মতো। সংগ্রাম করে এখানে বেঁচে থাকতে হয়। সুতরাং জীবনকে সুন্দররূপে সার্থকভাবে গড়ে তোলার জন্য পূর্বাহ্নেই জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। নতুবা জীবন ধারণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। কারণ, 'A man with an aim in life is like a best without rudder'

'জীবন হচ্ছে একমাত্র সত্য ইতিহাস'। জীবন অবহেলা করার বিষয় নয়। 'খাও, দায় ফুর্তি কর, কারণ জীবন ক্ষণস্থায়ী'— এ উক্তিটি যথার্থ নয়। বরং ক্ষণস্থায়ী জীবনকে মহৎ ও সৎকাজে ব্যয় করাটাই যথার্থ। আর জীবনকে সঠিক রূপে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পনা ও বাস্তব পদক্ষেপ।

কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করলে দেখা যায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পড়াশুনা করে জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা এটি নয়। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, জীবনের মূল্যবোধ, জ্ঞানে ঘাটতি ও অন্যান্য সংকট আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংকীর্ণ করছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে কোন লক্ষ্য বা পেশাকে নির্দিষ্টভাবে ধরে নেয়া তো সম্ভবই নয়, বরং স্বাধীন চিন্তা ও ভাবনার অন্তরায়ও বটে।

জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে কোন পছন্দনীয় পেশা বা লক্ষ্যকে ধরে নেয়ার প্রধান অন্তরায় হলো অপরিকল্পিত ও অপ্রতুল শিক্ষা, পছন্দনীয় শিক্ষা গ্রহণে বিভিন্ন অসুবিধা, আসল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা, সদিচ্ছার অভাব ইত্যাদি। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। অধিক জনসংখ্যার জন্য সীমিত সম্পদের দ্বারা সঠিকভাবে ছাত্রদের সমান হারে শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা সম্ভব হয় না। ফলে, খুব ভালো ফলাফল না করলে উচ্চ মানের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ সবার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া আমাদের দেশে পর্যাপ্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা নেই। যেমন— স্কুল, কলেজ ইত্যাদির যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, সেখানে যে যার পছন্দ মতো বিষয়ে পর্যাপ্ত ও নির্দিষ্ট শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। ফলে, ছাত্র-ছাত্রী তাদের পছন্দনীয় বিষয়ে ভালো ফলাফল করতে পারে। পরিণতিতে তারা তাদের পেশার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠে। সে দৃষ্টিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত সংকীর্ণ বা নির্দিষ্ট পেশার জন্য স্বয়সম্পূর্ণ নয়। আমাদের দেশ অত্যন্ত সীমিত সম্পদের। সে জন্য আমরা সব ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষা দিতে পারি না। গুটিকয়েক ভালো ছাত্র উচ্চ শিক্ষা লাভ করেও পেশার জন্য যথার্থরূপে নির্বাচিত হয় না।

শিক্ষার সাথে জীবনের মিল থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার সাথে বাস্তবতার মিল না থাকলে সে শিক্ষা অর্থহীন। প্রতিভা বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিভার বিকাশ তখনই সম্ভব হবে যখন ছাত্র-ছাত্রী স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে। নতুবা তার ভিতরে লুকায়িত সমস্ত মেধার অপমৃত্যু ঘটবে যা আমাদের জন্য কখনই কাম্য নয়। সুতরাং পরিপূর্ণ জীবনের জন্য সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা চাই। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করার সময় আমাদের সীমিত সম্পদের সাথে বাস্তবতা, নিজ পছন্দ, মেধা ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। আশা করা যায়, এর ফলে পেশা ও ভবিষ্যত কার্যক্রমের সুবিধা হবে। আর এ পর্যায়ে সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের সহযোগিতায় জনসংখ্যা সীমিত পর্যায়ে এনে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা। নতুবা শিক্ষা গ্রহণ ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

—মোহাম্মদ আজিজুর রহমান সুমন